

## অসুখী একজন

১ অসুখী একজন ' কবিতাটির কবি হলেন –

- (A) মানেজ
- (B) রোকে ডালটন
- (C) লেওজেল রুগমা

**(D) পাবলো নেরুদা**

২ ' অসুখী একজন ' কবিতাটির তরজমা করেন –

- (A) মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

**(B) নবারুণ ভট্টাচার্য**

- (C) উৎপলকুমার বসু

- (D) শুভাশিষ ঘোষ

৩ ' অসুখী একজন ' কবিতাটি অনুবাদকের কোন্ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ?

- (A) এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ নয়

- (B) পৃথিবীর শেষ কমিউনিস্ট

**(C) বিদেশি ফুলে রক্তের ছিটে**

- (D) ফ্যাডুর কুস্তীপাক

৪ পাবলো নেরুদা নোবেল পুরস্কার পান—

**(A) স্প্যানিশ সাহিত্যের রূপকার হিসেবে**

- (B) সোভিয়েত – স্প্যানিশ সাহিত্যের রূপকার হিসেবে

- (C) ইংরেজি – স্প্যানিশ সাহিত্যের রূপকার হিসেবে

- (D) জার্মান – স্প্যানিশ সাহিত্যের রূপকার হিসেবে

৫ পাবলো নেরুদা ছিলেন –

**(A) চিলিয়ান কবি ও রাজনীতিবিদ**

- (B) ইউরোপিয়ান কবি ও রাজনীতিবিদ

(C) রাশিয়ান কবি ও ভাস্কর্য শিল্পী

(D) জার্মান কবি ও চিত্রকর

৬ অপেক্ষায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল –

**(A) দরজায়**

(B) ছাদে

(C) বারান্দায়

(D) রাস্তায়

৭ পাবলো নেরুদার প্রকৃত নাম হল –

**(A) নেফতালি রিকার্দো রেয়েস বাসোয়ালতো**

(B) রিকার্দো বাসওআলতো

(C) রেয়েস রিকার্দো নেফতালি বাসোয়ালতো

(D) পল ভেরলেইন নেরুদা

৮ 'সে জানত না' – 'সে' হল –

(A) পরাজিত সৈনিক

(B) কবিতার কথক

**(C) কবির ভালোবাসার জন**

(D) কবির মা

৯ 'অসুখী একজন' কবিতায় একটা কী চলে গেল বলতে কবি কোন্ জন্তুর উল্লেখ করেছেন ?

(A) মানুষ

**(B) কুকুর**

(C) হরিণ ।

(D) বিড়াল

১০ 'সে জানত না'— সে কী জানত না ?

(A) কথক ফিরে আসবে

**(B) কথক আর কখনও ফিরে আসবে না**

(C) কথক কখন আসবে

(D) কথক শীঘ্রই ফিরে আসবে

১১ 'অসুখী একজন' কবিতায় কবি ক – টি সপ্তাহ কেটে যাওয়ার উল্লেখ করেছেন ?

**(A) একটি**

(B) চারটি

(C) দুটি

(D) তিনটি

১২ 'অসুখী একজন' কবিতায় কে হেঁটে চলে গেল ?

(A) গল্পের কথক

(B) একজন সৈনিক

(C) একটি কুকুর

**(D) গির্জার এক নান**

১৩ 'অসুখী একজন' কবিতায় কবি পরিত্যক্ত রাস্তায় কী জন্মানোর কথা বলেছেন ?

**(A) ঘাস**

(B) তরুলতা

(C) গাছ

(D) শস্য

১৪ 'অসুখী একজন' কবিতায় একটার – পর – একটা বছর কীভাবে নেমে এল বলে কবি মনে করেছেন ?

**(A) পাথরের মতো**

(B) জলের মতো

(C) ফুলের মতো

(D) গানের মতো

১৫ বৃষ্টি কী ধুয়ে দিয়েছিল ?

(A) রাস্তার ধুলো

(B) রক্তের দাগ

**(C) কথকের পায়ের দাগ**

(D) কাঠকয়লার দাগ

১৬ ' তারপর যুদ্ধ এল –

(A) রক্তের সমুদ্রের মতো । ‘

(B) আগ্নেয়পাহাড়ের মতো

(C) পাহাড়ের আগুনের মতো

**(D) রক্তের এক আগ্নেয়পাহাড়ের মতো**

১৭ ' অসুখী একজন ' কবিতায় শিশু আর বাড়িরা –

**(A) খুন হল**

(B) হারিয়ে গেল

(C) বেঁচে রইল

(D) জেগে রইল ।

১৮ ' অসুখী একজন ' কবিতায় সব ধ্বংস হলেও অপেক্ষমান সেই মেয়েটির কী হল না ?

(A) অসুখ হল না

**(B) মৃত্যু হল না**

(C) খুন হল না

(D) জ্বলে গেল না

১৯ ' অসুখী একজন ' কবিতায় কীসে সমস্ত সমতল ধ্বংস হল ?

(A) ভূমিকম্প

(B) ধসে

**(C) আগুনে**

(D) বন্যায়

২০ 'অসুখী একজন' কবিতায় দেবতাদের চেহারা ছিল –

(A) শান্ত – হলুদ

(B) লাল – নীল

(C) অশান্ত – নীল

(D) ধীর – হলুদ

২১ 'অসুখী একজন' কবিতায় শান্ত – হলুদ দেবতার কত বছর ধ্যানে ডুবে ছিল ?

(A) একশো

(B) দু – হাজার

(C) পাঁচশো

(D) হাজার

২২ 'অসুখী একজন' কবিতায় শান্ত – হলুদ দেবতার কীভাবে মন্দির থেকে উলটে পড়ল ?

(A) টুকরো টুকরো হয়ে

(B) গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে

(C) অর্ধেক হয়ে

(D) ভেঙে ভেঙে

২৩ তারা আর স্বপ্ন দেখতে পারল না। কারা স্বপ্ন দেখতে পারল না ?

(A) দেবতার

(B) শয়তানরা

(C) মানুষেরা

(D) যক্ষরা

২৪ 'অসুখী একজন' কবিতায় কে মিষ্টি বাড়ির বারান্দার বুলন্ত বিছানায় ঘুমিয়েছিল ?

(A) মেয়েটি

(B) বন্ধুটি

(C) কবি

(D) ভাইটি

২৫ ' অসুখী একজন ' কবিতায় কবির বুলন্ত বিছানার ধারের গাছটি ছিল –

**(A) গোলাপি**

(B) নীল

(C) হলুদ

(D) সবুজ

২৬ ' অসুখী একজন ' কবিতায় ছড়ানো করতলের মতো পাতা ছিল—

(A) চিমনির

(B) মশারির

(C) বিছানার

**(D) বসার ঘরের**

২৭ ' অসুখী একজন ' কবিতায় যে বাদ্যযন্ত্রটির উল্লেখ আছে সেটি হল-

(A) বীণা

**(B) জলতরঙ্গ**

(C) সেতার

(D) বাঁশি

২৮ ' অসুখী একজন ' কবিতায় কবির সেই মিষ্টি বাড়ির জলতরঙ্গটি কোন্ সময়ের ?

**(A) প্রাচীন কালের**

(B) আধুনিক সময়ের

(C) বিংশ শতকের

(D) মধ্যযুগীয় সময়ের

২৯ ' সব \_\_\_\_\_ হয়ে গেল , জ্বলে গেল আগুনে । '

**(A) চূর্ণ**

(B) বিচূর্ণ

(C) শক্ত

(D) চুরমার

৩০ 'অসুখী একজন' কবিতায় যেখানে শহর ছিল সেখানে ছড়িয়ে রইল –

**(A) কাঠকয়লা**

(B) সাপ

(C) কয়লা

(D) আগুন

৩১ 'দোমড়ানো লোহা , মৃত মূর্তির বীভৎস / মাথা

(A) রূপোর

(B) সোনার

(C) মাটির

**(D) পাথরের**

৩২ 'অসুখী একজন' কবিতায় শহর ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে রক্তের দাগের রং হয়েছিল—

**(A) কালো**

(B) হলুদ

(C) লাল

(D) সবুজ

**অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর**

১ 'আমি তাকে ছেড়ে দিলাম — 'আমি' কে ?

উত্তরঃ: নবাবরুণ ভট্টাচার্য অনুদিত পাবলো নেরুদা রচিত 'অসুখী একজন' কবিতায় 'আমি' বলতে স্বয়ং কবি নিজেকে তথা কবিতার কথককে বুঝিয়েছেন।

২ কবির অপেক্ষায় কে দাঁড়িয়েছিল ?

উত্তরঃ: 'অসুখী একজন' কবিতায় কবি যেদিন নিজ বাসভূমি ছেড়ে চলে যান , সেদিন তাঁর প্রিয় নারী দরজায় অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল।

৩ অসুখী একজন ' কবিতায় কথক অপেক্ষারতাকে ছেড়ে কোথায় চলে গেলেন ?

উত্তরঃ: পাবলো নেরুদার ' অসুখী একজন ' কবিতায় কথক দরজায় অপেক্ষারতা প্রিয়জনকে দাঁড় করিয়ে রেখে বৃহত্তর স্বার্থে দূর থেকে দূরে কোনো স্থানে চলে গেলেন ।

৪ ' অসুখী একজন ' কবিতায় কবির / কথকের চলে যাওয়া সত্ত্বেও সমাজজীবনের নিজের গতিতে চলার কী কী অনুষঙ্গ কবিতায় উল্লিখিত আছে ?

উত্তরঃ: নেরুদার ' অসুখী একজন ' কবিতায় কথকের চলে যাওয়া সত্ত্বেও সমাজজীবনের আপন গতিতে বয়ে চলার অনুষঙ্গগুলি হল — ' একটি কুকুর চলে গেল , হেঁটে গেল গির্জার এক নান ' ।

৫ ' অসুখী একজন ' কবিতায় কবির পায়ের দাগ কীসে ধুয়ে গিয়েছিল ?

উত্তরঃ: নেরুদার ' অসুখী একজন ' কবিতায় কবির পায়ের দাগ বৃষ্টিতে ধুয়ে গিয়েছিল । স্মৃতির মলিনতা অর্থে উপমাটি ব্যবহৃত হয়েছে ।

৬ "নেমে এল তার মাথার ওপর" কার মাথার ওপর কী নেমে আসার কথা বলা হয়েছে ?

উত্তরঃ: পাবলো নেরুদার ' অসুখী একজন ' কবিতায় কথকের জন্য অপেক্ষা করতে থাকা তার প্রিয়তমার মাথার ওপর পাথরের মতো ভারী একটার পর একটা বছর নেমে এল ।

৭ ' অসুখী একজন ' কবিতায় কবি ' পাথরের মতো " বলতে কী বোঝাতে চেয়েছেন ?

উত্তরঃ: পাবলো নেরুদা তাঁর ' অসুখী একজন ' কবিতায় কথকের জন্য তাঁর প্রেমিকার অন্তহীন অপেক্ষা আর দুঃসহ বেদনাকে পাথরের গুরুভারের সঙ্গে তুলনা করেছেন ।

৮ ' অসুখী একজন ' কবিতায় উল্লিখিত যুদ্ধে অপেক্ষাতুরা মেয়েটির কী হল ?

উত্তরঃ: ' অসুখী একজন ' কবিতায় উল্লিখিত ভয়াবহ যুদ্ধের বিধ্বংসী মত্ততা ে অতিক্রম করে শুধু আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে রইল , সেই অপেক্ষাতুরা মেয়েটি ।

৯ ' অসুখী একজন ' কবিতায় যুদ্ধে সমতলের কী অবস্থা হয়েছিল ?

উত্তরঃ: ' অসুখী একজন ' কবিতায় যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক ছায়া সমস্ত সমতলে । আগুনের লেলিহান শিখার মতো ছড়িয়ে পড়ে সব কিছুকে জ্বালিয়ে – পুড়িয়ে ছারখার করল ।

১০ অসুখী একজন কবিতায় কবি দেবতাদের চেহারার কী বর্ণনা দিয়েছেন ?

উত্তরঃ: ' অসুখী একজন ' কবিতায় কবি ' শান্ত – হলুদ ' দেবতাদের চেহারার ছবি এঁকেছেন ।

১১ ' অসুখী একজন কবিতায় দেবতারা হাজার বছর ধরে কী করছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায় ?

উত্তরঃ: ' অসুখী একজন ' কবিতায় শান্ত – হলুদ দেবতারা হাজার বছর ধরে ধ্যানে ডুবে ছিল বলে কবি উল্লেখ করেছেন ।

১২ ' অসুখী একজন কবিতায় দেবতারা কোথা থেকে টুকরো টুকরো হয়ে উলটে পড়েছিল ?

উত্তরঃ: ' অসুখী একজন ' কবিতায় যুদ্ধের অভিঘাতে হাজার বছর ধরে ধ্যানে ডুবে থাকা দেবতারা মন্দির থেকে টুকরো টুকরো হয়ে উলটে পড়েছিল ।

১৩' তারা আর স্বপ্ন দেখতে পারল না।- ' তারা ' বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে ?

উত্তরঃ: ' তারা ' বলতে শান্ত – হলুদ দেবতাদের কথা বলা হয়েছে ।

১৪' অসুখী একজন ' কবিতায় কবির বাড়িটি কেমন ছিল ?

উত্তরঃ: ' অসুখী একজন ' কবিতায় কবির বাড়িটি ছিল মধুর স্মৃতি ও স্বপ্নবিজড়িত । অর্থাৎ বাড়িটি সম্পর্কে এখানে শৈশব – কৈশোরের আকর্ষণজনিত আবেগ ও আবেশ প্রকাশিত হয়েছে ।

১৫' অসুখী একজন ' কবিতায় কবির বুলন্ত বিছানাটি কোথায় অবস্থিত ছিল ?

উত্তরঃ: ' অসুখী একজন ' কবিতায় কবির মধুর স্মৃতিবিজড়িত মিষ্টি বাড়িতে বুলন্ত বিছানাটি বারান্দায় অবস্থিত ছিল ।

১৬' অসুখী একজন কবিতায় যুদ্ধে কবির বাড়ির অবস্থা কী হয়েছিল ?

উত্তরঃ: ' অসুখী একজন ' কবিতায় , যুদ্ধে কবির স্বপ্ন ও স্মৃতিবিজড়িত বাড়িটি ভেঙে , গুঁড়িয়ে , আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছিল ।

১৭' অসুখী একজন ' কবিতায় যেখানে শহর ছিল সেখানে যুদ্ধের ফলে কী কী ছড়িয়ে রইল ?

উত্তরঃ: ' অসুখী একজন ' কবিতায় যেখানে শহর ছিল , সেখানে যুদ্ধের পর ছড়িয়ে রইল কাঠকয়লা , দোমড়ানো লোহা , মৃত পাথরের মূর্তির বীভৎস মাথা আর পোড়া শুকনো রক্তের কালো দাগ ।

১৮ ' আর সেই মেয়েটি আমার অপেক্ষায় / - ' আর ' শব্দটি ব্যবহারের কারণ কী ?

উত্তরঃ: পাবলো নেরুদার ' অসুখী একজন ' কবিতায় যুদ্ধ – দাঙ্গা – হিংসার আগুন পেরিয়ে কথকের প্রিয়তমার ভালোবাসা ও চিরন্তন অপেক্ষাকে বোঝাতেই শেষ পঙ্কতিতে ' আর ' শব্দটির ব্যবহার হয়েছে ।

১৯' রক্তের একটা কালো দাগ । কোথায় রক্তের একটা কালো দাগ দেখা গিয়েছিল ?

উত্তরঃ: যুদ্ধের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরে কাঠকয়লা , দোমড়ানো লোহা , মৃত পাথরের মূর্তির বীভৎস মাথার সঙ্গে রক্তের কালো দাগ দেখা গিয়েছিল ।

২০সমস্ত সমতলে ধরে গেল আগুন – কেন এমন হয়েছিল ?

উত্তরঃ: ' অসুখী একজন ' কবিতা অনুসারে আগ্নেয়পাহাড়ের মতো ভয়াবহ যুদ্ধ আসার ফলে সমস্ত সমতলে আগুন ধরে গিয়েছিল ।

২১' অসুখী একজন ' কবিতাটির অনুবাদক কে ?

উত্তরঃ: ' অসুখী একজন ' কবিতাটির অনুবাদক নবারুণ ভট্টাচার্য ।

২২' অসুখী একজন ' কবিতায় যুদ্ধের ছবিটি কীভাবে ফুটে উঠেছে ।

উত্তরঃ: কবি পাবলো নেরুদা ‘ অসুখী একজন ‘ কবিতায় যুদ্ধের ভয়াবহতাকে রক্তের এক আগ্নেয়পাহাড়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন ।

### সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১‘ আমি তাকে ছেড়ে দিলাম’- কবি কাকে ছেড়ে দিলেন । তাকে তিনি কীভাবে রেখে এসেছিলেন ?

উত্তরঃ: পাবলো নেরুদার ‘ অসুখী একজন ‘ কবিতা থেকে গৃহীত অংশে কথক তাঁর প্রিয় নারীকে অপেক্ষায় রেখে নিজ বাসভূমি ছেড়ে দূরে চলে গিয়েছিলেন ।

স্বদেশ ছেড়ে দূর থেকে দূরতর কোনো স্থানে চলে যাওয়ার সময় তিনি দরজায় তাঁর অপেক্ষায় দাঁড় করিয়ে রেখে যান কোনো এক প্রিয়জনকে । যদিও সে জানত না যে , কবি আর কখনও ফিরে আসবে না । এইভাবেই কবি এক চিরকালীন বিদায় মুহূর্তের ছবি এঁকেছেন ।

২‘ বৃষ্টিতে ধুয়ে দিল আমার পায়ের দাগ / ঘাস জন্মালো রাস্তায়’— উদ্ভূতাংশটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো ।

উত্তরঃ: উদ্ভূতিটি পাবলো নেরুদার ‘ অসুখী একজন ‘ কবিতা থেকে গৃহীত । কথক তাঁর প্রিয়তমাকে অপেক্ষমান রেখে জীবন ও জীবিকার তাগিদে বহুদূরে পাড়ি দেন । থমকে যায় মেয়েটির জীবন কিন্তু সময় থেমে থাকে না । তাই কথকের চলে যাওয়াতে জীবনের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয় না । সপ্তাহ – বছর কেটে যায় । প্রাকৃতিক নিয়মেই কথকের চলার পথের পদচিহ্ন মুছে যায় । তাতে ঘাস জন্মায় । কিন্তু কবির চলে যাওয়ার মুহূর্তটি তার প্রিয়তমার হৃদয়ে অন্তহীন অপেক্ষার মুহূর্ত হয়ে রয়ে যায় ।

৩“পাথরের মতো পর পর”, বছরগুলো বছরগুলোকে পাথরের মতো বলা হয়েছে কেন ?

উত্তরঃ: জীবন ও জীবিকার জন্য বাসভূমি ছেড়ে দূরে চলে যাওয়া তাঁর মানুষটি যে ফিরে আসবেন না এ কথা তার প্রেমিকার অজানা ছিল । কিন্তু জীবন এতে থেমে থাকেনি । বৃষ্টিতে কবির পায়ের দাগ মুছে তাতে ঘাস জন্মায় । নিরন্তর অপেক্ষা চলতেই থাকে । দীর্ঘ প্রতীক্ষারতা নারীর জীবনে তার প্রিয়তমের অনুপস্থিতির বছরগুলো যেন পাথরের বোঝা হয়ে তার মাথার ওপর নেমে আসে । এখানে ‘ পর পর ‘ বলতে বিচ্ছেদ বেদনার গভীরতা বোঝানো হয়েছে ।

৪ যুদ্ধকে ‘ রক্তের এক আগ্নেয়পাহাড় ‘ বলা হয়েছে কেনো ?

উত্তরঃ: উদ্ভূত প্রসঙ্গটি কবি পাবলো নেরুদা রচিত ‘ অসুখী একজন ‘ কবিতা থেকে গৃহীত ।

কবিতায় যুদ্ধকে কবি আগ্নেয়পাহাড়ের সঙ্গে তুলনা করেছে । আগ্নেয়পাহাড় চারপাশে ছড়িয়ে দেয় জ্বলন্ত লাভা । আর সেই আগুনে ছাই হয় জীবনের যাবতীয় চিহ্ন । ঠিক তেমনই যুদ্ধের ফলে মানুষের মনে জমে থাকা হিংসা – দ্বেষ আর ঘৃণা লাভার মতো ছিটকে ওঠে । অপমৃত্যু ঘটে মানবতার । এই মৃত্যুময় ধ্বংসলীলার নারকীয় রূপটিকে ফুটিয়ে তুলতেই কবি যুদ্ধকে , রক্তের এক আগ্নেয়পাহাড় ‘ বলেছেন ।

৫“সেই মেয়েটির মৃত্যু হলো না ।” কোন মেয়েটির কেন মৃত্যু হল না ?

উত্তরঃ: পাবলো নেরুদার 'অসুখী একজন' কবিতার কথকের জন্য অপেক্ষারতা যে মেয়েটির উল্লেখ পাওয়া যায়, তার কথা বলা হয়েছে। মেয়েটি জানত না যে, তার প্রিয়তম আর ফিরে আসবে না। জীবন আপন ছন্দে চলল, ক্রমে সপ্তাহ – বছর অতিক্রান্ত হল। কবির পদচিহ্ন বৃষ্টিতে ধুয়ে গেল, তবু অপেক্ষা চলল। এরপর যুদ্ধের গ্রাসে নগর, দেবালয় চূর্ণবিচূর্ণ হল এবং মৃত্যু হল শিশুসহ অজস্র মানুষের। শুধু অপেক্ষমান মেয়েটির মৃত্যু হল না কারণ ভালোবাসা অমর, চিরন্তন ও শাস্বত।

**৬ 'শান্ত হলুদ দেবতারা'- দেবতাদের 'শান্ত হলুদ বলা হয়েছে কেন? তাদের কী পরিণতি হয়েছিল?**

উত্তরঃ: 'অসুখী একজন' কবিতায় কবি চলে যাওয়ার পর একসময় যুদ্ধ বাধল। সেই যুদ্ধের বীভৎসতায় নগরসভ্যতা, কবির স্বপ্নের বাড়ি – ঘর সব চূর্ণ হয়ে গেল, এমনকি ধ্বংস হল দেবতাদের মন্দিরও। হাজার হাজার বছরের যে – দেবতারা মানুষের মনে বিশ্বাস জাগিয়ে এসেছেন, যুদ্ধ তাদেরও আসনচ্যুত করল। প্রাচীন দেবতাদের নিষ্ক্রিয়তা ও জীর্ণতাকে বোঝাতে হলুদ ও শান্ত বলা হয়েছে। যুদ্ধের আগুনে নগর পুড়লে দেবালয়ও বাদ যায় না। মানুষের মনে দেবতারা যে – বিশ্বাস বোধের জন্ম দিয়েছিল, তা ধ্বংস হল।

**৭ তারা আর স্বপ্ন দেখতে পারল না।'- উদ্ধৃতাংশটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।**

উত্তরঃ: উদ্ধৃত অংশটি পাবলো নেরুদার কবিতা 'অসুখী একজন' থেকে গৃহীত।

এখানে কবি বিনাশ ও ধ্বংসের কলরোলে দেবতাদের অসারতার উল্লেখ করেছেন। মানবতার অপচয় প্রাণহানি কিংবা চূড়ান্ত বীভৎসতার সময় কোনো দৈব – মাহাত্ম্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে না। উদ্ধৃতাংশের তাৎপর্য মানুষের মতোই একইরকমভাবে যুদ্ধ -তাণ্ডবের ভয়াবহতায় তারাও নিরাশ্রয়, অস্তিত্বহীন এবং চূর্ণবিচূর্ণ হয়। তাই এককথায় দৈব ক্ষমতার ফানুস চুরমার হয়ে যাওয়ায় তাদের যেন মানুষকে স্বপ্ন দেখানোর ক্ষমতা লোপ পায়। আলোচ্য অংশে কবির এই ভাবনাই প্রকাশ পেয়েছে।

**৮ প্রাচীন জলতরঙ্গ / সব চূর্ণ হয়ে গেল, ' — উদ্ধৃতাংশে কবি কী বুঝিয়েছেন?**

উত্তরঃ: উদ্ধৃত অংশে কবি বুঝিয়েছেন আগ্নেয়পাহাড়ের মতো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের লেলিহান আগুন সমতলকেও গ্রাস করেছিল। কবির শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত মিষ্টি বাড়িটিও যুদ্ধের নির্মম আঘাতে ধ্বংস হয়েছিল। তার বারান্দার বুলন্ত বিছানা, গোলাপি গাছ, ছড়ানো করতলের মতো পাতা, চিমনি ও প্রিয় প্রাচীন জলতরঙ্গ এইসব চূর্ণ হল, সম্পূর্ণ ভস্ম হল আগুনে। অর্থাৎ কবির আশ্রয় ও অস্তিত্বের একমাত্র প্রতীকচিহ্নটিও যুদ্ধের নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলায় নিশ্চিহ্ন হয়েছিল।

**৯. 'সেখানে ছড়িয়ে রইল কাঠকয়লা'— বলতে কবি প্রমোদিত অংশে কবি বুঝিয়েছেন কী বুঝিয়েছেন?**

উত্তরঃ: পাবলো নেরুদার 'অসুখী একজন' কবিতাটিতে কোনো এক অজ্ঞাত কারণে কবি প্রিয়তমা, ঘরবাড়ি, এমনকি তাঁর প্রিয় শহরও ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। এরপরে একদিন আসে বীভৎস যুদ্ধ। যার করাল গ্রাসে কবির ঘরবাড়ি, দেবালয় সমস্ত কিছু চূর্ণ হয়ে আগুনে জ্বলে যায়। শহরটিও বাদ যায় না। এক সময়ের সুন্দর শহরে ছড়িয়ে থাকে কাঠকয়লা, দোমড়ানো লোহা, মৃত পাথরের মূর্তির বীভৎস মাথা আর রক্তের দাগ। আসলে শহরের বিধ্বংসী রূপটি তুলে ধরতেই উদ্ধৃতিটি ব্যবহৃত হয়েছে।

১০' আর সেই মেয়েটি আমার অপেক্ষায় । মেয়েটি কে ? সে অপেক্ষা করে কেন ?

উত্তরঃ: পাবলো নেরুদার ' অসুখী একজন ' কবিতায় ' সেই মেয়েটি ' হল কথকের প্রিয়তমা , যাকে রেখে কবি বহুদূরে চলে গিয়েছিলেন । কবি যে আর ফিরে আসবেন না এ কথা তার প্রিয়তমা জানত না । তার অপেক্ষার বোঝা গভীর থেকে গভীরতর হলেও সে ভেঙে পড়েনি । এই মেয়েটিকে ধ্বংস যেন স্পর্শ করতে পারে না ; মৃত্যু – যুদ্ধ – হিংসা , দাঙ্গার স্পর্শ পেরিয়েও তাই সে অমলিন থাকে । কারণ ভালোবাসার কখনও মৃত্যু হয় না । সেসময় থেকে সময়ান্তরে অপেক্ষা করে বয়ে চলে নিজস্ব ধারায় ।

### রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর

১. ' আর সেই মেয়েটি আমার অপেক্ষায়।— অপেক্ষমান এই নারীর মধ্যে দিয়ে কবি মানবীয় ভালোবাসার যে – অনির্বাণ রূপটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন , তা পাঠ্য কবিতা অবলম্বনে আলোচনা করো ।

অথবা , যুদ্ধের নেতিবাচক ভাবের পাশাপাশি যে – মানবিক আবেদন ' অসুখী একজন ' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে আলোচনা করো ।

উত্তরঃ: পাবলো নেরুদা তাঁর ' অসুখী একজন ' কবিতার অপেক্ষমান নারীর মধ্যে ভালোবাসার অনির্বাণ রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন । কথক তার প্রিয় নারীকে রেখে চলে যান বহুদূরে । সে জানত না যে , তার প্রিয়তম আর ফিরে আসবে না । সময় চলমান , জীবনও তার সঙ্গে চলমান । সপ্তাহ – বছর কেটে যায় । কথকের পদচিহ্ন ধুয়ে গিয়ে তার ওপর ঘাস জন্মায় । তবুও সে নারীর অপেক্ষা থামে না । এইভাবে অপেক্ষার প্রহর গুনতে গুনতে মুহূর্তগুলো একটার – পর – একটা পাথরের মতো ভারী হয়ে নেমে আসে মেয়েটির মাথার ওপর ।

এরপর যুদ্ধ ও যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়ল শহরে । সে আগুনের করাল গ্রাসের হাত থেকে বাদ গেল না শিশু কিংবা দেবতারাও । শান্ত হলুদ দেবতারা তাদের মন্দির থেকে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে । কবির স্বপ্নের বাড়ি – ঘর সব চূর্ণ হয়ে যায় , পুড়ে যায় আগুনে । যেখানে শহর ছিল সেখানে চারদিকে ছড়িয়ে রইল কাঠকয়লা , দোমড়ানো লোহা , পাথরের মূর্তির বীভৎস মাথা আর রক্তের একটা কালো দাগ । কিন্তু এতসবের মধ্যেও কবির প্রিয়তমা বেঁচে রইল কারণ প্রেম শাস্ত , তার মৃত্যু নেই । এই প্রেম মানুষকে মরতে মরতে বাঁচতে শেখায় । এই ধ্বংসের মধ্যেও বেঁচে থাকে মেয়েটির অনির্বাণ ভালোবাসা , বেঁচে থাকে ভালোবাসার মানুষের জন্য তার প্রতীক্ষা ।

২. ' তারপর যুদ্ধ এল ' — পাঠ্য কবিতায় কবি যুদ্ধের যে – আশ্চর্য করণ ও মর্মস্পর্শী ছবি এঁকেছেন , তা নিজের ভাষায় আলোচনা করো ।

অথবা , শিশু আর বাড়িরা খুন হলো ।'— এই আশ্চর্য – সংহত ছবিটির মধ্যে যুদ্ধের পৈশাচিক বর্বরতা কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা কবিতা অবলম্বনে লেখো ।

উত্তরঃ: চিলিয়ান কবি পাবলো নেরুদা জীবনযুদ্ধের একজন লড়াকু সৈনিক । চোখের সামনে ঘটে যাওয়া দুই বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি । তাই পাঠ্য কবিতায় তিনি যুদ্ধের যে – করণ ও মর্মস্পর্শী ছবি এঁকেছেন তা অত্যন্ত বাস্তবোচিত । ' অসুখী

একজন ‘ কবিতাটি আসলে যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এক শাস্ত্রত ভালোবাসার গল্প । কবি যুদ্ধের বীভৎসতার মাঝে প্রেম যে অনির্বাণ তা দেখাতে গিয়ে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধের চিত্র তুলে ধরেছেন । কবি তাঁর প্রিয়তমকে অপেক্ষায় রেখে দূরে চলে যাওয়ার পর একদিন ভয়াবহ বীভৎসতা নিয়ে যুদ্ধ নেমে এল । মানুষ আশ্রয়হীন হল । নৃশংসতার হাত থেকে রেহাই পেল না শিশুরাও । দাবানলের মতো যুদ্ধের আগুন সমতলে ছড়িয়ে পড়ল । ধ্বংস হল দেবালয় আর তার ভেতরের দেবতারা । তাদের দেবত্ব নষ্ট হল । মানুষকে তারা স্বপ্ন দেখাতে ব্যর্থ হল । কবির সেই মিস্ট্রি বাড়ির বুলন্ত বিছানা , গোলাপি গাছ , প্রাচীন জলতরঙ্গ সব চূর্ণ ও ভস্ম হল যুদ্ধের আগুনে । ঠিক একইভাবে শহরটাও পুড়ে গেল । বীভৎসতার চিহ্ন নিয়ে ছড়িয়ে – ছিটিয়ে পড়ে রইল কাঠকয়লা , দোমড়ানো লোহা , পাথরের মূর্তির বীভৎস মাথা আর রক্তের একটা কালো দাগ । শুধু সেই ধ্বংসস্তুপে বেঁচে থাকল মেয়েটির অপেক্ষা ও অবিচল ভালোবাসা ।

**৩. পাঠ্য কবিতাটি অতৃপ্ত মানবহৃদয়ের একান্ত আতির ‘ অসুখী একজন কবিতা অবলম্বনে আলোচনা করো ।**

**অথবা , ‘ অসুখী একজন কবিতায় বিশ্বশান্তির বার্তা নিহিত — আলোচনা করো ।**

**অথবা , ‘ অসুখী একজন ‘ কবিতাটিকে যুদ্ধবিরোধী কবিতা বলা যায় । কিনা – বিশ্লেষণ করো ।**

উত্তরঃ: পাবলো নেরুদার কবিতা ‘ অসুখী একজন’— এই বাঙ্কনাময় নামকরণ থেকেই বোঝা যায় যে , কবিতাটি অতৃপ্ত কোনো বাসনার প্রতিচ্ছবি । অনেক সময় কবি – সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিচ্ছবি যা সর্বজনের ভাবনার সঙ্গে মিলে যায় তা সাহিত্যে প্রতিফলিত হয় । আমাদের পাঠ্য কবিতাটিতেও তা ঘটেছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই ।

কবি চরম অতৃপ্তি নিয়ে কোনো এক অজ্ঞাত কারণে দেশ ছাড়তে বাধ্য হন । কিন্তু তাঁর প্রিয় নারী তাঁর অপেক্ষায় থাকে , কেন – না সে জানে না যে , তার প্রিয়তম আর ফিরে আসবে না । কবিতার শেষ পর্যন্ত এই অপেক্ষাকেই আমরা দেখেছি । সময় অতিক্রান্ত হয় , আবছা হয় স্মৃতি , অপেক্ষার বছরগুলো ভারী হয় । প্রাণঘাতী যুদ্ধের বীভৎসতা তাকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে । দেবালয় , শহর সব কিছু ধ্বংস হওয়া সত্ত্বেও অতৃপ্ত হৃদয়ে সেই মেয়েটি অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে । অন্যদিকে কবিও অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে ফিরে আসতে চান তাঁর প্রতীক্ষমান ভালোবাসার কাছে । সব কিছু ধ্বংসের মাঝেও কবির হৃদয়ে অপেক্ষারতা নারীটির মৃত্যু নেই । চিরায়ত অতৃপ্ত মানবার্তিই এই নারী । কবির অতৃপ্ত মন তার কাছে বার বার ফিরে যেতে চায় বলেই তিনি বলে ওঠেন , ‘ আর সেই মেয়েটি আমার অপেক্ষায় ’ । স্পষ্টতই কবিতাটিতে কবি যুদ্ধবিরোধী মনোভাব নিয়ে বিশ্বশান্তির বার্তা প্রেরণ করেছেন পাঠকের কাছে ।